wc‡KGmGd
নিউজলেটার
2012 Gwcj-Rb 1419 ˆekvL-Avlvp

ˆÎgwmK wbDR e‡jwUb

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

Rbve KvRx LjxK¾gvb Avng` ÔAvBwWGdÕ cwi`kb K‡i‡Qb

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ৩০ মে হতে ২ জুন ২০১২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব দিলীপ পাল তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। পরিদর্শনকালে, সভাপতি মহোদয় খাগড়াছড়ি জেলাস্থ মানিকছড়ি ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় আইডিএফ-এর ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন বিশেষায়িত কয়েকটি আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প (পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য উপযোগী বিভিন্ন গাছের চারা উৎপাদনকারী নার্সারি, বিশেষ ধরনের মশারি-প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ডেইরি ফার্ম ও পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষ) পরিদর্শন করেন। তিনি ঋণগ্রহীতা সদস্য ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি মাটিরাঙ্গা উপজেলায় সংস্থার উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত রিসোর্স-কাম-ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। রিসোর্স সেন্টার প্রাঙ্গণে তিনি গাছের চারা রোপণ করেন এবং সংলগ্ন জলাভূমিতে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্থানীয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের জন্য পরিচালিত একটি উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন।

সভাপতি মহোদয় আইডিএফ আয়োজিত উপকারভোগীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং সংস্থার অধিকতর দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দের জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কর্মসূচির বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় জনপ্রতিনিধিগণ এই ইউনিয়নের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সমস্যা এবং পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য সম্মানিত অতিথিদের প্রতি অনুরোধ জানান। তাঁরা সভাপতি মহোদয়কে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আগমনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময়ের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

'আইডিএফ' কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

mwP

জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ 'আইডিএফ' পরিদর্শন করেছেন পৃষ্ঠা ১
Finance for Enterprise Development and Employment Creation প্রকল্পের আওতায় নতুন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প পৃষ্ঠা ২
সংযোগ কর্মসূচির অধীনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৃষ্ঠা ৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি পৃষ্ঠা ৫
বাংলাদেশে ক্ষুদ্রবীমার একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন এবং ক্ষুদ্রবীমার ধরন উন্নয়নের জন্যে পরামর্শক নিয়োগ পৃষ্ঠা ৭
পিকেএসএফ স্বাক্ষরিত চুক্তি পৃষ্ঠা ৭
বীরাঙ্গনা টেপরী রানী রায়ের সংবর্ধনা: পিকেএসএফ এই মুক্তিযোদ্ধাকে স্থায়ীভাতা প্রদান করবে পৃষ্ঠা ৮
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসফর পৃষ্ঠা ৯
পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা পৃষ্ঠা ১০
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র পৃষ্ঠা ১১
পিকেএসএফ: কৃতিত্বের স্বীকৃতি পৃষ্ঠা ১২

wc‡KGmGd wbDR‡jUvi

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন
(পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও
প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org

Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC)
cK‡íi AvIZvq bZb f¨vj †PBb Dbqb cKí

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (International Fund for Agricultural Development: IFAD) ও পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে ২০০৮ সালের মার্চ থেকে বাস্তবায়নাধীন Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পটির আওতায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতের উন্নয়নে ২৮টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত এপ্রিল-জুন ২০১২ সময়ে FEDEC প্রকল্পের আওতায় ৬টি নতুন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিচে প্রদান করা হল।

A‡Uv‡gvevBj IqvKkc

বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যশোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই শহরে দীর্ঘকাল ধরে যানবাহন মেরামতের বিভিন্ন ও বহুসংখ্যক মাঝারি/ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। যশোর শহরে গড়ে উঠা অটোমোবাইল রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ ব্যবসাগুচ্ছে নিয়োজিত উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে ঋউউউঈ-এর অধীনে এই ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় যশোর শহরের নির্বাচিত ২০০ জন অটোমোবাইল উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা লাভ করবে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ১৮ মাস মেয়াদী এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ২৮ মে ২০১২ তারিখে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

cK‡i gvQ Pvl-2

পুকুরে মাছের মিশ্র চাষ করে মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মৎস্য চাষীদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলাও সম্ভবপর হবে। এ প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলার সদর, সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপজেলার ৫৬০ জন মৎস্য চাষীকে পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ এবং ৪০ জনকে নার্সারি স্থাপনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

FEDEC প্রকল্পের আওতায় পুকুরে মৎস্য চাষ

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রামড্ এ্যাকশন্স (উদ্দীপন) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২০ মাস মেয়াদী এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ৩ জুন ২০১২ তারিখে উদ্দীপন- এর সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

evmKcvZv Drcv`b I wecYb

ভেষজ ঔষধ উৎপাদনে বাসক একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। অতীতে আমাদের দেশের ভেষজ ঔষধ উৎপাদন ও ব্যবহারের একটি ঐতিহ্য ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানে তা লুপ্তপ্রায় এবং চমকপ্রদ তথ্য হল, প্রতি বছর দেশের খ্যাতনামা ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচুর পরিমাণ বাসক পাতা আমদানি করছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বাসক পাতা উৎপাদন করা সম্ভব হলে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি ঔষধ শিল্পের জন্যে বাসক পাতার চাহিদা পূরণে এ খাতটি বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে এ বিবেচনায় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাসক পাতা উৎপাদনের জন্যে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ বাসক পাতা উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা পাবে।

কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্যে বাসকপাতা উৎপাদন

পিকেএসএফ-এর ২৯টি সহযোগী সংস্থা দেশের নির্বাচিত ২৯টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

বিগত ১৪ জুন ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্যে বাসক পাতা উৎপাদন ও বিপণন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় নির্বাচিত ২৯টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান, এক্‌মি ল্যাবরেটরিজ ও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন, পিকেএসএফ–এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন। ঔষধ

শিল্পে বাসক পাতার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, এক্মি ও স্কয়ার সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান বাসক গাছ সাব-সেক্টরের উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালা শেষে সংশ্লিষ্ট ২৯টি সহযোগী সংস্থার সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

Mx®§Kvjxb U‡g‡Uv Pvl

যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে উচ্চ মূল্যমানের সবজির আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবজি চাষীদের আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের জন্য বিশেষ সহায়তা দান এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণভাবে রবিশস্য হিসেবে চিহ্নিত হলেও অন্যান্য সময়েও যাতে এই পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা যায় সেজন্যই গরম আবহাওয়ার মধ্যেও টমেটো চাষের জন্য বিশেষ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন সবজি চাষী বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা পাবেন। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ৫ এপ্রিল ২০১২ তারিখে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ প্রকল্প

AvawbK c×wZ‡Z Kjv Pv‡li mv‡_ mv_x dmj Drcv`b

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ ও সোনাতলা উপজেলায় কলা চাষের সঙ্গে সাথী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে ৬০০ জন কলা চাষীকে বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হবে। উচ্চ মূল্যমানের কলা ও অন্যান্য সাথী ফসল আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চাষীদের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এতে যেমন চাষীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা যাবে তেমনি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারও নিশ্চিত করা যাবে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২০ মাস মেয়াদী এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ১৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখে টিএমএসএস-এর সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

cøveb fwg‡Z cPwjZ Rv‡Zi gv‡Qi mv‡_ Mj`v wPswo Pvl

প্লাবন ভূমিতে সাধারণ মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে মৎস্যচাষীদের আয় বৃদ্ধিতে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আরও অধিকসংখ্যক মৎস্যচাষীকে সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারিত আকারে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, মুরাদনগর, হোমনা ও তিতাস উপজেলার প্লাবনভূমিতে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে চিংড়ি চাষের প্রচলন করে মৎস্যচাষীদের আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

cøveb fwg‡Z Mj`v wPswo Pvl

এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকার ৩২০ জন মৎস্যচাষী প্রচলিত জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা পাবে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স (সিসিডিএ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখে সিসিডিএ-এর সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর রংপুর (রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নিলফামারী)-এর বিভিন্ন এলাকায় আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাসে কাজের অভাবে নিয়মিতভাবে মঙ্গা নামক মৌসুমী দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। মঙ্গার প্রথম শিকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। আহার যোগাড় করতে গিয়ে অনন্যোপায় ঐ সকল অতিদরিদ্র মানুষ তাদের শেষ সম্বল জায়গা-জমি বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং অভাবের তাড়নায় এই জনগোষ্ঠী তাদের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ পারিবারিক অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

মঙ্গার সময় দিনমজুর শ্রেণী খাবার যোগাড় করার জন্য আগাম শ্রম বিক্রি করে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট এক ধরনের শৃঙ্খলে আটকা পড়ে। অভাবের তাড়নায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা তাদের ক্ষেতের ফসল বিক্রি করে ভবিষ্যতের সম্বল হারায়। অতিদরিদ্র মানুষ মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে তিলে তিলে নিঃস্ব হয়। বহু বছরের সামাজিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই কারণে মঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন এক ভাগ্যবিড়ম্বিত দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণ এটাকে নিয়তি বলেই গ্রহণ করেছে।

মঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে মঙ্গাক্রান্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০০৬ সাল হতে 'মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ)' নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ সাল থেকে এ ধরনের কর্মসূচি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সংযোগ কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ১১টি জেলার অতিদরিদ্রপ্রবণ ৫০টি উপজেলায় ৩৩৫টি শাখার মাধ্যমে প্রায় ৫.২৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জরুরি প্রয়োজনে পিকেএসএফ ঋণ প্রদান করছে এবং এই ঋণ শুধু আয়বর্ধক কাজে ব্যবহারের জন্য নয়, আপৎকালীন সময়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সরাসরি কাজে নিয়োজিত থেকে দরিদ্ররা মঙ্গার সময়ে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বজায় রাখতে সমর্থ হচ্ছে। মঙ্গাক্রান্ত মানুষের জন্য বছরব্যাপী মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কার্যক্রমের লক্ষ্য।

cv_wgK ¯v¯¨‡mev

সংযোগ কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র উপকারভোগী অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। মঙ্গাক্রান্ত/মঙ্গাসদৃশ পরিস্থিতিতে নিপতিত অতিদরিদ্র উপকারভোগী এবং তাদের খানাভুক্ত সদস্যদের বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, টিকাদান কর্মসূচি, আচরণগত পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এর পাশাপাশি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও রেফারেল প্রদান করা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৫৭ জন পল্লী প্যারামেডিক ও ৬৮০ জন সিএইচপি কর্মরত আছেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অধীনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পল্লী প্যারামেডিক দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

JlaweZiY

এ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে আগত Focus Group Discussion (FGD)-ভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যদের বিনামূল্যে সীমিত পরিমাণে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গর্ভবতী মা ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশু, বয়স্ক/প্রতিবন্ধীগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বছরের মে পর্যন্ত মোট ০.১৯ কোটি টাকার ঔষধ বিনামূল্যে অতিদরিদ্র উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

†nj_ K¨v¤ú I P¶wkwei

এ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মোট ১৭৯টি হেল্‌থ ক্যাম্প ও ৫৮টি চক্ষুশিবির আয়োজন করা হবে।

m¨v‡UjvBU wKwbK

এ কর্মসূচির আওতায় মে ২০১২ পর্যন্ত মোট ১,৪৬৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সংযোগ কর্মসূচির স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

mgw× KgmwPi AMMwZ

‘দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি’ (সমৃদ্ধি) কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর প্রচলিত আর্থিক সেবা কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এ কর্মসূচি দু’বছর পূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১,১৭,৬১৬টি খানার মধ্যে এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযোগী খানার সংখ্যা ৮৫,৫২৩টি (শতকরা ৭৩ ভাগ)। মে ২০১২ পর্যন্ত ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১টি ইউনিয়নের ৫৪,১০৩টি খানাকে (৬৩.২৬%) সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পরিবেশ এবং সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবার সংমিশ্রণে একটি সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

mgw× KgmwPi AvIZvq Pjgvb Kvhµgmgn

KwgDwbwUwfwËK Dbqb Kvhµg

সমৃদ্ধিভুক্ত ২১টি ইউনিয়নের সকল বেসরকারি স্কুল/কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিটির জন্য ১টি টিউবওয়েল ও ২টি ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ, মন্দির, পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিটির জন্য ১টি টিউবওয়েল ও ১টি ল্যাট্রিন স্থাপন বা মেরামত কার্যক্রমের আওতায় ৫২৪টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন, ৪১৪টি অগভীর নলকূপ ও ১২টি Pond Sand Filter (PSF) এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ছোট ছোট রিং কালভার্ট, বাঁশ/কাঠের সাঁকোর জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় ২২৫টি অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সর্বমোট ১,১৪,৮০,০০০/- টাকা বাজেট প্রাক্কলন করা হয়। উক্ত নির্মাণ কাজসমূহ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

Jlwa MvQ PvIvev`

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২১টি সহযোগী সংস্থায় ঔষধি গাছ চাষে আগ্রহী মোট ৪৪৯ জন কৃষকের মাধ্যমে এযাবৎ ৫২,৪৭১টি বাসক গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ঔষধ কোম্পানী স্কয়ার ও এক্‌মি এর সহায়তায় মোট ২২০ কেজি শুকনা পাতা গড়ে ৩৪.০০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়া FEDEC প্রকল্পের সহায়তায় ২৯টি সংস্থার মাধ্যমে রাস্তার পাশে ও পতিত জমিতে বাসক চাষাবাদের জন্য প্রায় ৮ লক্ষ চারা তৈরি করা হয়েছে, যা সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে নির্ধারিত স্থানে রোপণ করা হবে। আশা করা যায়, আগামী মার্চ ২০১৩ এর মধ্যে গাছ থেকে পাতা আহরণ ও বিক্রি করা সম্ভব হবে।

বাসক গাছের চারা উৎপাদন নার্সারি

wk¶v welqK Kvhµg

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে প্রাথমিকভাবে শিশু শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সপ্তাহে ৬ দিন বৈকালিক দুই ঘন্টাব্যাপী শিখন সহায়তা করা হচ্ছে। স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের যে বাড়ির কাজ দেয়া হয়, এই দুই ঘণ্টায় তারা তা এখানে বসে সম্পন্ন করতে পারে। বর্তমানে ২১টি ইউনিয়নে ৫১৯টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪,৩২৪ জন ও নতুন ১৪টি ইউনিয়নে ২০৬টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৪,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত বৈকালিক পাঠদান করা হচ্ছে।

mgw× KgmwPi AvIZvq wkÿv mnvqZv Kvhµg

¯v¯'‡mev Kvhµg

২০১২ সালের জুন মাসে ১,১১,০৯৯টি খানা (৯৪%) ও ৪,৯২,০৯৫ জন (৯১%) সদস্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত ৫৪,১৫৭ জন শিশু, বৃদ্ধ ও ১০,৫২৫ জন গর্ভবতী মাকে সেবা দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে ১৩,৯৯৫টি, স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ৫,৯২০টি, স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ৯১১টি, স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে ২৮টি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লিফলেট/পোস্টার/স্বাস্থ্য বার্তা বিতরণ করা হয়েছে ২২,৪১৪টি।

he Kgms¯vb

সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় যুবদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১৫৯ জন যুবকের জন্য (G4S-92 Rb, Pran-RFL-67 Rb) চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে এক্‌মি ল্যাবরেটরিজ লিঃ-এ ৪৬৭ জন, G4S-G ৬৫১ জন এবং Pran-RFL-এ ২৯৯ জনের তালিকা প্রস্তুত করে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হচ্ছে

he cwk¶Y

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'যুব উন্নয়ন কার্যক্রম' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি উদ্যোগ। এ কার্যক্রম পরিচালনায় দেখা গেছে যে, যুবকদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামর্থ্যের অভাব রয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাঁদেরকে সহায়তা করা গেলে কার্যক্রমটিকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হতে পারে। দেশের বিভিন্ন স্থানের বেকার যুবক, বিশেষত দরিদ্র পরিবারের কর্মহীন যুব জনগোষ্ঠী সঠিক নির্দেশনার অভাবে অনেক সময়ই অলস ও নিস্পৃহ হয়ে উঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যুবকদের জন্য "Right Decision Making Magical Skills: Knowledge Therapy" নামক ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১০ সালের মে মাসে এই কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এবং যুবসমাজসহ সকলকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে জয়পুরহাট এবং বরগুনার পাথরঘাটায় যুব মেলার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাকস ফাউন্ডেশন জয়পুরহাটে এবং সংগ্রাম বরগুনায় এই মেলা আয়োজন করে। উভয় মেলাতেই প্রচুর জনসমাগম হয়।

Aw_K mnvqZv Kvhµg

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ঋণদান কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচির রয়েছে তিন ধরনের ঋণ কার্যক্রম (টেকসই আয়বর্ধনমূলক, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম)। প্রথম ধারা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় যাতে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি হতে পারে এবং যেভাবে এই বৃদ্ধি ঘটে, তা যেন টেকসই হয়। এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের মান যাতে বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য সহায়তামূলক ঋণ প্রদান করা হয়। আবার এ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যেন সম্পদ সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়। সংস্থাসমূহের ঋণ চাহিদা বিশ্লেষণ করে পিকেএসএফ থেকে ঋণ বিতরণ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে প্রায় ৯.৯৪ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থবছরে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমে মোট বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০১.২৪ কোটি টাকা।

eÜPjv I †mvjvi wm‡÷g

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২,৭৬৩টি বন্ধুচুলা স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ১,০৫২টি তৈরিকৃত চুলা বিতরণের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া ১,৬১৮টি সোলার হারিকেন ও ৬০৩টি সোলার হোমসিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে। বন্ধুচুলা গ্রামের পারিবারিক অর্থনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনীমূলক আবিষ্কার ও সংযোজন।

গ্রামাঞ্চলে নারীদের কাছে বন্ধুচুলা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে

we‡kl mÂq Kvhµg

সহযোগী সংস্থাসমূহ বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সংস্থাসমূহ এ কার্যক্রমে আগ্রহী ৯৩০ জন সদস্য নির্বাচন করে তাঁদের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা শুরু হয়েছে।

mg‡SvZv ¯§viK (**Memorandum of Understanding**) ¯v¶i

ঔষধি গাছ চাষাবাদ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত এবং সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা এক্মি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারকের একটি চূড়ান্ত-খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী ১৪ আগস্ট ২০১২ তারিখে দি এক্মি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড-এর সাথে সমঝোতা স্মারকটির আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এছাড়াও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর সাথে একই বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

bZb kvLv ¯'vcb I †jvKej wb‡qvM

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে ২য় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ১৪টি ইউনিয়নে ১৪টি শাখা স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি সংস্থায় ১ জন করে ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, স্বাস্থ্য-সহকারী ও সমাজ উন্নয়ন সংগঠক (এসডিও) নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৪৫ জন স্বাস্থ্যসেবী নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁরা বর্তমানে খানা-জরিপ কার্যক্রমে উপাত্ত-সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করছেন। অন্যদিকে, শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ২০৬ জন শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁরা ২০৬টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৪,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করছেন।

evsjv‡`‡k ÿz`ªexgvi GKwU cYv½ Lmov wewagvjv cYqb Ges ÿz`ªexgvi aib Dbœq‡bi R‡b¨ civgkK wb‡qvM

বাংলাদেশে দরিদ্রবান্ধব ক্ষুদ্রবীমা খাতের উন্নয়ন, বিকাশ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)-এর আওতায় Mr. Russell Ivan Leith-কে অস্থায়ী ভিত্তিতে আইন পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের নাগরিক Russell Leith ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০১০ প্রণয়নে টিম লিডার হিসেবে কাজ করেছেন।

Mr. Russell ইতোমধ্যে ক্ষুদ্রবীমার একটি খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করেছেন। পরামর্শ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ), বীমা উন্নয়ন ও রেগুলেটরী অথরিটি (আইডিআরএ), বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠান ও ফাউণ্ডেশনের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন করেন। তাঁর প্রস্তাবিত ক্ষুদ্রবীমার খসড়া বিধিমালা বিষয়ক একটি অভ্যন্তরীণ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ফাউণ্ডেশনের কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভা হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে বিধিমালাটি পরিমার্জন করা হয়। প্রস্তাবিত খসড়া বিধিমালাটি প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে অনুসরণ করা হবে এবং মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসহ খসড়া বিধিমালাটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

DIISP -এর আওতায় ক্ষুদ্রবীমার সেবাসমূহ চূড়ান্তকরণের (Product Design) লক্ষ্যে একজন Actuary নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত Actuary- Mr. Denis Garand কানাডার নাগরিক এবং তিনি 'Denis Garand and Associates'-এর সভাপতি। বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্রবীমার Product Design-এ তাঁর কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ক্ষুদ্রবীমার খসড়া বিধিমালা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ মতবিনিময় সভা

ক্ষুদ্রবীমা সংক্রান্ত বাজার চাহিদা জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি জীবনবীমা, স্বাস্থ্যবীমা এবং গবাদিপশু বীমার প্রিমিয়াম, নিরাপত্তা ও পুনঃবীমা ইত্যাদি বিষয় নির্দিষ্ট করবেন। বাজার চাহিদা জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ছাড়াও ফাউণ্ডেশনের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রবীমা, সদস্য কল্যাণ ও আপৎকালীন তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা, আর্থিক উপাত্ত সংক্রান্ত তথ্যাদি ইতোমধ্যে তাঁকে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে কয়েকটি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেন।

আগামী সেপ্টেম্বর ২০১২ নাগাদ ক্ষুদ্রবীমা সেবাসমূহ Actuary কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে। Mr. Denis-এর একজন সহযোগী Ms. Clemence Tatin Jaleran প্রকল্পের গবাদিপশু বীমা সেবা চূড়ান্তকরণ ও শস্য বীমা সংক্রান্ত ধারণা প্রদানে Mr. Denis-কে সহায়তা করছেন। ইতোমধ্যে ক্ষুদ্রবীমা সেবাসমূহ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে Mr. Denis I Ms. Clemence তাঁদের প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

wc‡KGmGd ¯^v¶wiZ Pzw³

- ২৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ও Mr. Russell Iven Leith-এর মধ্যে 'Strengthen Policy, Legal and Regulatory Framework of Microinsurance Sector of Bangladesh' শীর্ষক পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পিকেএসএফ-এর পক্ষে ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

- ৩ জুন ২০১২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ও Mr. Denis Garand-এর মধ্যে 'Microinsurance Product Development' শীর্ষক পরামর্শ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, মি. ডেনিস এই চুক্তি স্বাক্ষরের কিছুকাল আগে থেকেই পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র বীমা সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন।

পিকেএসএফ-এর পক্ষে ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

exiv½bv †Ucix ivbx iv‡qi mseabv
wc‡KGmGd GB gw³‡hv×v‡K ¯vqx fvZv c`vb Ki‡e

গত ৩১ মার্চ ২০১২ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকার লোকালয় পাতায় (নবম পৃষ্ঠা) 'বীরাঙ্গনারা এখনও লাঞ্ছনার শিকার, কেমন আছেন টেপরী রানী' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার বলিদ্বারা গ্রামের মুদিরাম বর্মণের কন্যা বীরাঙ্গনা টেপরী রানীর বর্তমান জীবন যাপনের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন বীরাঙ্গনা টেপরী রানী।

সমকাল

শনিবার

৩১ মার্চ ২০১২ ১৭ চৈত্র ১৪১৮

কেমন আছেন টেপরী রানী

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

জেলার রানীশংকৈল উপজেলার বলিদ্বারা গ্রামের মুদিরাম বর্মণের কন্যা টেপরী রানী। '৭১-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে বিয়ে হয়েছিল পাশের গ্রাম বাঁশরাইলের বৈশাখু বর্মণ ওরফে মাটাংয়ের সঙ্গে। বিয়ের তিনদিন পরেই বাপের বাড়িতে নাইওর খেতে যান টেপরী। স্বামীর বাড়ি আর ফেরা হলো না। রাজাকারদের চোখ পড়ে টেপরীর ওপর। হানাদাররা একদিন টেপরী রানীকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। সেখানে পাশবিক অত্যাচার চালানোর পর সন্ধ্যায় বাড়ি পৌছে দেয়। রাতে ওই পরিবারটিকে পাকসেনারা জানিয়ে দেয় মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেলে ওই বাড়ির শুধু নয়, পুরো গ্রামের লোককে জ্বালিয়ে মারা হবে। প্রাণভয়ে মুদিরাম মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও গ্রামের লোক তাদের পালাতে দেয়নি। এভাবে মাসের পর মাস কেটে যায়। হায়েনাদের লালসা থেকে টেপরীকে কেউ মুক্ত করতে পারেনি। যন্ত্রণা সইতে না পেরে টেপরী ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে বাড়ির সবাই জানতে পারে পাকসেনার বীজ তার শরীরে। তার সন্তানের বয়স এখন একচল্লিশ। ছেলের সংসারে বোঝা না হয়ে মা এ গ্রাম ও গ্রামের ক্ষেত-খামারে কাজ করে নিজের পেট চালান। মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বা বয়স্ক ভাতা কোনোটাই তার কপালে জোটেনি। চোখ মুছে টেপরী রানী বলেন, যুদ্ধাপরাধীর বিচার দেখে যেতে চাই। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম জানান, পুনর্বাসন ও রাষ্ট্রীয় সম্মানের জন্য সরকারের কাছে চিঠি লিখেছি।

প্রতিবেদনটি পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ড. জসীম উদ্দিনের নজরে পড়ে এবং এই প্রতিবেদন তাঁকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। তিনি তখন বিষয়টি পিকেএসএফ-এর সভাপতি, জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর গোচরীভূত করেন। সভাপতি মহোদয় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা টেপরী রানীকে সম্ভাব্য সহায়তা দান করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত ৩ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ ঠাকুরগাঁও সফর করেন। সভাপতির নির্দেশনা কার্যকর করার জন্য তখন তিনি স্থানীয় কর্মীদের সহায়তায় বীরাঙ্গনা টেপরী রানীর খোঁজ করেন এবং এই সূত্রে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর এই সাক্ষাতের সময় এটিএন বাংলার ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি, দৈনিক রূপায়নের সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলোর ঠাকুরগাঁওস্থ স্থানীয় প্রতিনিধি, ইএসডিও (ESDO)-র নির্বাহী পরিচালকসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, পাক হানাদারদের দ্বারা নির্যাতিত টেপরী রানীর একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র ছেলের সংসারে বোঝা না হয়ে টেপরী রানী দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামের ক্ষেত-খামার ও গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করতে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'ইএসডিও' আগ্রহ প্রকাশ করে। পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাবে এককালীন কিছু পুঁজি দিলেও শিক্ষাবঞ্চিত ভ্যানচালক ছেলে, কিংবা টেপরী রানীর পক্ষে ব্যবসা বা অন্য কিছু আয়বর্ধনমূলক কাজ করা সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, পরবর্তী কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত টেপরী রানীর ভরণপোষণের জন্য পিকেএসএফ-এর 'বিশেষ তহবিল' হতে জুন ২০১২ থেকে প্রতি মাসে ২,০০০/- টাকা করে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে টেপরী রানীকে সংবর্ধনা ও স্থায়ী ভাতা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে টেপরী রানীর হাতে ১,০০,০০০/-টাকার স্থায়ী আমানতের চেক তুলে দেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন। যেখান থেকে টেপরী রানী প্রতি মাসে ১০০০/-টাকা ভাতা পাবেন। পিকেএসএফ ও ইএসডিও সমান অংশগ্রহণে যৌথভাবে উক্ত ১,০০,০০০/- টাকার তহবিল গঠন করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক, প্রেস ক্লাবের সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার, পৌরসভার মেয়র, রানীশংকৈল ও পীরগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যানসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

টেপরী রানী রায়ের হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন।

cwk¶Y I wk¶vmdi

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা নিজ সংগঠন ও সহযোগী সংস্থার জন্য দেশে ও বিদেশে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ফাউণ্ডেশনের এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়। এপ্রিল-জুন ২০১২ সময়কালে পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা নিজস্ব কার্যালয়সহ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও শিক্ষা সফরের আয়োজন করে।

mn‡hvMx ms¯vmg‡ni KgKZv‡`i Rb¨ †`‡ki Af¨šÍ‡i AbwôZ cwk¶Y

wbR¯ Kvhvj‡q AbwôZ cwk¶Y †Kvmmgn

¶`FY e¨e¯vcbv

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। ৮২টি সহযোগী সংস্থার মোট ১১৩ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন পিকেএসএফ-এর সভাপতি

Z`viwK I cwiex¶Y

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'তদারকি ও পরিবীক্ষণ' বিষয়ক মোট ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ৬৪টি সহযোগী সংস্থার মোট ৮৭ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

cwk¶K‡`i cwk¶Y

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ' বিষয়ক মোট ২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ২৭টি সহযোগী সংস্থার মোট ৫০ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

mgw× KgmwPi cwk¶Y

সমৃদ্ধি ইউনিট থেকে নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে খানা-জরিপের গুণগত মান পরীক্ষা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, খানা-জরিপ বিষয়ে ২৭ এবং ২৮ জুন ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে সমন্বয়কারী/এসডিও/স্বাস্থ্য সহকারী ও পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

wbR¯ Kvhvj‡qi evB‡i AbwôZ cwk¶Y †Kvmmgn

`jxq MwZkxjZv, mÂq I FY e¨e¯vcbv

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠকর্মীদের জন্য 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ১৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ১০২টি সহযোগী সংস্থার মোট ৩৬৪ জন মাঠকর্মী এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ দেশের দশটি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

wnmve I Aw_K e¨e¯vcbv

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের হিসাবরক্ষকদের জন্য 'হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ৬২টি সহযোগী সংস্থার মোট ১৪৩ জন মাঠ পর্যায়ের হিসাবরক্ষক এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ পিকেএসএফ-এর নিজস্ব কার্যালয়ের বাইরে ৪টি জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়।

¶`-D‡`¨vM e¨e¯vcbv Ges FY weZiY

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য 'ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ বিতরণ' বিষয়ক মোট ২৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ১৬২টি সহযোগী সংস্থার ৬৫৬ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ FEDEC প্রকল্পের অর্থায়নে ঢাকার ৭টি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

Ab¨vb¨ cwk¶Y

PRIME প্রকল্পের অধীনে সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য "Training for PA" বিষয়ক ৩টি কোর্স এবং "Training for IGA Implementation" বিষয়ক ১টি কোর্সের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ৯৮ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। FEDEC প্রকল্পের অধীনে সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য "Environmental and Regulatory Issues" বিষয়ক ৩টি কোর্সের এবং "Sub-Sector and Value Chain Analysis and Design of Sub-Sector" বিষয়ক ২টি কোর্সের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ১১৯ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cwk¶Y

উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এপ্রিল-জুন ২০১২ মাসে FEDEC প্রকল্পের আওতায় ১০৮৭ জন এবং

প্রাইম প্রকল্পের আওতায় ২৪৩০ জনসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ৩৫১৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

B›UvYkxc Kvh©µg

পিকেএসএফ বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইন্টার্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। Social Welfare and Research Institute, Dhaka University এর ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ১৮ মার্চ - ১৮ মে ২০১২ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ইন্টার্ণ হিসেবে কাজ করেছেন এবং International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT) এর ৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ৩ জুন ২০১২ তারিখ থেকে পিকেএসএফ-এর ইন্টার্ণ হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। তাদের এই কর্মসূচি ৩১ আগস্ট ২০১২ তারিখে শেষ হবে।

mn‡hvMx ms¯'vmg~‡ni KgKZ©vM‡Yi Rb¨ ^e‡`wkK cwk¶Y

পিকেএসএফ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণের জন্য শিক্ষা সফরের আয়োজন করে থাকে। সম্প্রতি ৭টি ব্যাচে ২৮টি সহযোগী সংস্থার ৩৭ জন কর্মকর্তা ৫টি দেশে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষা সফরগুলো FEDEC I PROSPER প্রকল্পের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

wc‡KGmGd Ges miKvwi KgKZ©vM‡Yi Rb¨ ^e‡`wkK cwk¶Y

তুরস্ক সফরকালে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে এপ্রিল-জুন ২০১২ মাসে মূলস্রোত, প্রকল্প এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের জন্য শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। ৭টি ব্যাচে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের ৪৭ জন, প্রকল্পের ৫ জন এবং সরকারি কর্মকর্তা ২ জনসহ মোট ৫৪ জন কর্মকর্তা শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। এইসব শিক্ষা সফর FEDEC I PROSPER প্রকল্পের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের ১ জন কর্মকর্তা ভারতে অনুষ্ঠিত Workshop-cum-Training on "Public Policy on Poverty Reduction, Governance, Rationale, Interventions and Impact"-এ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পের ১ জন কর্মকর্তা জার্মানীতে অনুষ্ঠিত "Climate Change Conference"-এ অংশগ্রহণ করেছেন।

wc‡KGmGd Kvhv©j‡q wk¶vmdi

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণের জন্য পিকেএসএফ তথা বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমসমূহের উপর Exposure-cum-Study Visit আয়োজন করে থাকে। এপ্রিল-জুন ২০১২ সময়কালে এ ধরনের ১টি পরিচিতিমূলক শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- নেপাল-এর একটি দল ১৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদেরকে সম্যক অবহিত করা হয়

সফররত নেপাল-এর প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় করছেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

wc‡KGmGd-Gi bZb mn‡hvMx ms¯'v ● cjøx cMwZ mwgwZ

বর্তমানে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সর্বমোট ২৭১টি। এইসব সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করছে। নতুন এনজিও বা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের আগ্রহ, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ পিকেএসএফ-এর অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ড। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবাদানের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই লক্ষ্যেই এপ্রিল ২০১২ থেকে জুন ২০১২ সময়কালের মধ্যে পিকেএসএফ পরিবারে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৭৪তম সভায় পল্লী প্রগতি সমিতি (পিপিএস) নামের প্রতিষ্ঠানটিকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

পল্লী প্রগতি সমিতি (পিপিএস) প্রতিষ্ঠানটি সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পটুয়াখালী জেলার ৩টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ৮০টি গ্রামে বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানটির ঋণস্থিতির পরিমাণ বর্তমানে ২১.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ২৮১১ জন।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৮৮টি সমিতির মোট ৩১৩৭ জন সদস্যকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং সদস্যদের

সঞ্চয়স্থিতি বর্তমানে ২.০৫ মিলিয়ন টাকা। প্রতিষ্ঠানটি এযাবৎ মোট ২৩০.৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.৭৮ ভাগ। জনাব আবুল খায়ের প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক।

wc‡KGmGd-Gi FY Kvhµ‡gi wPÎ

FY weZiY: wc‡KGmGd-mn‡hvMx ms¯v

বিগত জুলাই ২০১১ থেকে মে ২০১২ সাল পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ২১৩৫৭.২৫ মিলিয়ন টাকা এবং প্রকল্পের আওতায় ৩১৫.১০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় মে ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৩৫২৪৬.৫৮ মিলিয়ন টাকা, ঋণস্থিতি ৩৫০৯৬.৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.২২ ভাগ। নিচে মে ২০১২ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

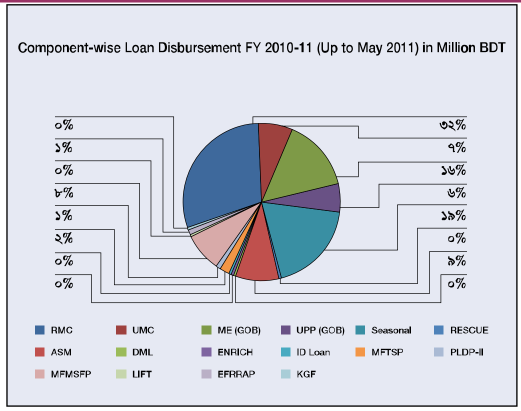

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)*	১২১২০৮.৮৯	৩৩১৫৫.৫৪
প্রকল্পসমূহ**		
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট (পিকেএসএফ হতে সহ, সংস্থা)	২০০.৩০	১০৮.৫০
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৪৮.৫২	৩৮.৬৭
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৩৩৮.৮০
আরইডিপি-ইসিএল	১৩.০৫	০.০০
আরইডিপি-এমসি	৩১.৭৭	০.০০
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৭৪.৩৪
ইফাদেপ-১	৭১.২০	০.১৮
ইফাদেপ-২	১৪.৩০	০.০০
এমবিএ	১৪.০০	০.০০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
এমএফটিএসপি	২৫৯৫.৮০	৪২৯.৫০
এসআরএলপি	৪৯১.৬৫	০.০০
এমএফএমএসএফপি	৩৬১২.৬০	৮৪৯.১৫
এমএফটিএসপি (আইডি)	২৪.৪৭	১.৪৮
এমএফএমএসএফপি (আইডি)	১০.৮৮	০.১৭
প্রকল্পসমূহ (মোট)	১৪০৩৭.৬৯	১৯৪১.৩৪
সর্বমোট	১৩৫২৪৬.৫৮	৩৫০৯৬.৮৮

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১০-১১) মে ২০১১ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১১-১২) মে ২০১২ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	৫২৮০.৯৫	৫৫১৫.৭০
নগর ক্ষুদ্রঋণ	১২০২.৫০	১২৯৭.৫০
ক্ষুদ্র-উদ্যোগ	২৬৮৩.০০	৩৮২৪.৮০
অতিদরিদ্র	৯২৮.৪০	১৫৫২.৯০
মৌসুমী	৩২০৮.৪০	৫৫২৮.১০
কৃষি ঋণ	১৪৬৬.৪০	২৮১৪.৩০
ডিএমএল	০.০০	৩৩৪.৬০
সমৃদ্ধি	০.০০	৮৩.৪৪
প্রাতিষ্ঠানিক	২২.১৪	৫.৯১
এমএফটিএসপি	৩২৭.০০	৭৮.০০
পিএলডিপি-২	১০৬.০০	০.০০
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী	১২৭৫.০০	১৭২.৫০
লিফট	৫৫.৪৩	৬৪.৬০
ইফরাপ	১৭৩.০০	০.০০
কেজিএফ	০.০০	৪০০.০০
মোট	১৬৭৩৮.২১	২১৬৭২.৩৫

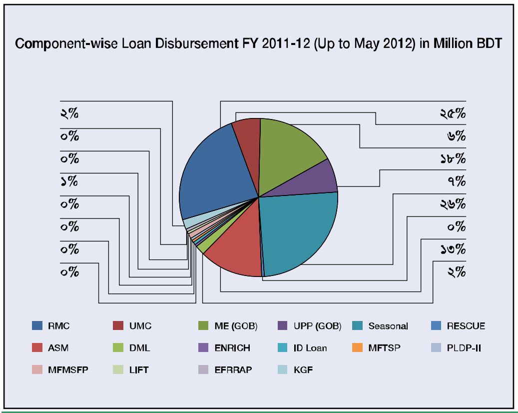

FY weZiY: mn‡hvMx ms¯'v ÑFY MnxZv m`m¨

৩১ মে ২০১২ পর্যন্ত পিকেএসএফ তহবিল থেকে প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে যথারীতি ৬.৬৪ মিলিয়ন সদস্যদের মধ্যে মোট ৭৯২.৪৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। উল্লেখ্য, ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা ৯১.২৭ ভাগ সদস্য মহিলা। সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.২২ ভাগ।

wc‡KGmGd cm‡½

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।।

wc‡KGmGd-Gi eZgvb cwiPvjbv cl`

Rbve KvRx LjxK¾gvb Avng`, সভাপতি
W. KvRx ‡gmevnDwÏb Avn‡g`, সদস্য
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)
W. cwZgv cvj gRg`vi, সদস্য
Rbve ‡Lv›`Kvi Bewng Lv‡j`, সদস্য
W. Gg.G. Kv‡kg, সদস্য
e¨wi÷vi wbnv` Kexi, সদস্য
W.G.‡K.Gg. bi-Db-bex, সদস্য

m¤úv`bv cl`

উপদেশক : W. KvRx ‡gmevnDwÏb Avn‡g`
W. Rmxg DwÏb
সম্পাদক : Aa¨vcK kwd Avn‡g`
সদস্য : G‡KGg biæ¾vgvb
wRmvb Avdwib kvwigb gav

wc‡KGmGd: KwZ‡Zi ¯xKwZ

নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ৮৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২১ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে "নওয়াব আলী চৌধুরী জাতীয় পুরস্কার ২০১২" প্রদান করার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নাম তেমন পরিচিত না হলেও বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাকে হ্রস্ব করে দেখানোর উপায় নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা একেবারে প্রাথমিক পর্বে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অখণ্ড বঙ্গীয় আইন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য এবং এই সুবাদে তাঁকে ১৯২১-১৯২৩ সালে গঠিত রিফর্ম কাউন্সিল মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলমান মন্ত্রী। ১৯৫২ সালে আমাদের গৌরবময় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

সমাজকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এমন একজন মানবদরদী ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও সংগঠন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৭ জন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য দেশের একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ এবার এই পুরস্কার লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই পুরস্কার প্রদান করেন।

eK †cv÷

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব ফজলুল কাদের এবং মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব গোলাম তৌহিদ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে সকলকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।